তারিখ 05 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক দিবসে প্রত্যাশা

মানবসম্পদ | এস এম আবদুল জলিল

প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

১৯৯৪ সাল থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপনের একটি দেশ। গত বছর বিশ্ব শিক্ষক উদযাপনের মূল প্রতিপাদ্যের বিষয় ছিল শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন, টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণ। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে শিক্ষকদের মূল্যায়ন, তাদের মর্যাদার উন্নয়ন, শিক্ষকই মানুষ গড়ার কারিগর, শিক্ষকই সমাজ ও সভ্যতার দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অগ্রগতি গঠনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র ও জাতি গঠনে শিক্ষকদের অবদান সর্বকালে সর্বযুগে সমাদৃত ও স্বীকার্য। তাই শিক্ষকদের মূল্যায়ন তাদের মর্যাদার উন্নয়ন প্রতিপাদ্যটি সার্বজনীনভাবে সত্য। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিশেষ আন্তঃসরকার সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য এবারের প্রতিপাদ্য যুগোপযোগী ঘোষণা। শিক্ষকদের মূল্যায়ন ও মর্যাদা কথাটি পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। একটি ছাড়া আরেকটির অস্তিত্ব অনুপস্থিত। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা, সর্বোচ্চ মর্যাদার পেশা।

শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে কতটুকু মূল্যায়ন করে মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে তা প্রতিপাদ্যের নিরিখে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। সারাবিশ্বে ছয় কোটিরও বেশি শিক্ষক কর্মরত। এর মধ্যে বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, মোট শিক্ষক সংখ্যা হচ্ছে ৯,৯৫,৪০৩ জন, যা বর্তমানে ১০ লাখ অতিক্রম করেছে। এ সংখ্যার মধ্যে আছে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি বৃত্তিমূলক, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাগত ও শিক্ষক শিক্ষা। এর মধ্যে মাধ্যমিক কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি-বৃত্তিমূলক স্তরের শিক্ষক হচ্ছে পাঁচ লাখেরও বেশি। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে বর্তমানে প্রথম-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পরবর্তী ধাপ উচ্চশিক্ষার স্তর হিসেবে নির্ধারিত। তবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুদূরপরাহত। কারণ ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম এখনও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম কলেজ শিক্ষার সঙ্গে একীভূত। যত শিগগিরই নিজ নিজ শিক্ষা কার্যক্রম সমন্বয়ে নিজ নিজ শিক্ষার স্তর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে, তত শিগগিরই সামগ্রিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সফলতা আসবে, কোয়ালিটি শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও স্বচ্ছ মানবসম্পদ তৈরির পথ ত্বরান্বিত হবে।

সামগ্রিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা গুরুত্বের প্রশ্নে শীর্ষে। প্রাথমিক স্তরের দুই কোটি শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৬৭ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্কুল স্তরে অধ্যয়ন করে থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা কম, ঝরেপড়ার হার হতাশাব্যঞ্জক। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ও বৈসাদৃশ্যসহ অনেক সমস্যা আছে এই পশ্চাৎপদতার প্রেক্ষাপটে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হলেও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা জাতীয়করণ প্রশ্নে সরকারের ভূমিকায় বর্তমান মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকরা হতাশায় নিমজ্জিত। জাতীয়করণের প্রশ্নে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার পরে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা সরকারের প্রধান বিবেচ্য হওয়া সমীচীন। কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে বেশি কলেজ সরকারি করা হচ্ছে, যা যথার্থ নয় বলে আমার অভিমত। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরের ৯৭ শতাংশ শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা। মাত্র ৩ শতাংশ শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেন সরকারি শিক্ষকরা। সমযোগ্যতা, সমঅভিজ্ঞতা ও সমদায়িত্বের ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা সমবেতন-ভাতাদি ও সমমর্যাদার অধিকারী সরকারিভাবে স্বীকার্য হলেও বাস্তবে এখনও আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান।

বেসরকারি শিক্ষকদের দেওয়া হয় স্কেলের প্রারম্ভিক বেতন, নেই কোনো ইনক্রিমেন্ট। দেওয়া হয় খণ্ডিত উৎসব ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ও মাত্র ১০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকরা চরমভাবে উপেক্ষিত।

বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের সমস্কেলে এমপিওভুক্ত হলেও বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সমস্কেলে এমপিওভুক্ত করা হয় না। তাদের এক স্কেল নিচে এমপিওভুক্ত করা হয়। মাস্টার ডিগ্রি পাস করা প্রভাষক পর্যায়ক্রমে অধ্যাপক পদে উন্নীত হতে পারেন; কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি পাস করা কেউ স্কুলের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক হতে পারেন না, প্রধান শিক্ষক হওয়া তো দূরের কথা। মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলেও তাদের বিএড ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। কলেজ শিক্ষকদের শ্রম ১-২ ঘণ্টা আর স্কুল শিক্ষকদের শ্রম ৭-৮ ঘণ্টা। একই এমপিওভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের ৬০ বছর পূর্তির পর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়; অথচ শিক্ষা বোর্ড ও আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক স্কুল শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় না। অথচ সরকারি কলেজ ও স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করার অনুমতি দেওয়া হয়। শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সরকারি কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা প্রশাসনের কোনো পৃথক ক্যাডার না থাকায় তারা সেখানে প্রেষণে ও সংযুক্তিতে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের কোনো পাত্তা নেই। অথচ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নেই, দুর্নীতি গ্রাসে কবলিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান অস্বচ্ছতা, বৈসাদৃশ্য ও দুর্বলতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। যেখানে সর্বস্তরের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকরা একই শিক্ষকতা যোগ্যতা নিয়ে একই শিক্ষাক্রমের আওতায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন, সেখানে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে মর্যাদা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য থাকবে কেন? কোয়ালিটি শিক্ষা শুধু সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে দৃশ্যমান নয়, বেসরকারি স্কুল-কলেজেও দৃশ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অধিকতর ভালো

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান অস্বচ্ছতা, বৈসাদৃশ্য ও দুর্বলতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। যেখানে সর্বস্তরের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকরা একই শিক্ষকতা যোগ্যতা নিয়ে একই শিক্ষাক্রমের আওতায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন, সেখানে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে মর্যাদা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য থাকবে কেন? কোয়ালিটি শিক্ষা শুধু সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে দৃশ্যমান নয়, বেসরকারি স্কুল-কলেজেও দৃশ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অধিকতর ভালো। তাই সরকারি শিক্ষকদের অনুরূপ বেসরকারি শিক্ষকদেরও সমানভাবে মূল্যায়ন করা সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া সমীচীন। তাদের চাকরির নিরাপত্তা দিতে হবে। সমান বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কোয়ালিটি শিক্ষা প্রদানে সরকারি-বেসরকারি সব শিক্ষকের জবাবদিহি অনস্বীকার্য। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা শিক্ষকতায় নিবেদিত থাকলে তাদের মূল্যায়ন হবে, পাশাপাশি তাদের মর্যাদার উন্নয়নও নিশ্চিত হবে।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকারের নেতৃত্বে শিগগিরই দারিদ্র্য ও বেকারত্ব পরাভূত হবে। একুশ শতকের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। এ জন্য প্রয়োজন টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল শিক্ষা সরকারি অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা। মাধ্যমিক পর্যায়ে একমাত্র কোয়ালিটি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক মানবসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এ উদ্যোগ যত দ্রুত বাস্তবায়িত হবে, তত শিগগিরই জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের উন্মাদনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয় থেকে বিলীন হবে।